DEC. 1 4 2000

তারিখ ... ...

পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪ ......

আবার পরীক্ষা সমস্যার আবর্তে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দান এবং কলেজ পর্যায়ের শিক্ষাকে সেশনজটমুক্ত রাখা। কিন্তু পাঠ্যসূচি ও প্রশ্নপত্র প্রণয়নের দায়িত্ব থেকে যায় পুরোপুরিভাবে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের গুটিকয়েক বিশেষজ্ঞের হাতে। উত্তরপত্র মূল্যায়নের দায়িত্বও প্রাথমিকভাবে প্রধানত সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপরই ন্যস্ত হয়। এটি এখন অধিভুক্ত কলেজগুলোর শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধের ওপর একটা বিশেষ প্রশিক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া গত সেশন থেকে প্রাক-পিএইচডি এবং পিএইচডি শিক্ষাক্রমও চালু করেছে। কার্যক্রম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এর সমস্যাও দিন দিন বাড়ছে। কিছুদিন পর পরই এর একটা পরীক্ষা সমস্যার 'বারমুদা ট্রায়াংলে' আটকে যাচ্ছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তর প্রথম পর্বে অন্তত ছয় মাস এবং শেষ পর্বে প্রায় পূর্ণ এক বছর পিছিয়ে আছে। এর কারণ পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণে বিলম্ব। এই বিলম্বের দায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরীক্ষকদের। অথচ 'প্রায়শ্চিত্ত' বার বারই করতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। মূলত স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পরীক্ষাজট খোলার জন্য ১৯৯৭ সালের স্নাতকোত্তর শেষ পর্ব, ১৯৯৮ সালের স্নাতকোত্তর প্রথম পর্ব এবং ১৯৯৯ সালের সম্মান শেষ বর্ষের পরীক্ষাগুলো এবার নেয়া হয় সব নিয়ম-কানুন ভঙ্গ করে পূর্ববর্তী এসব পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের আগেই। পড়াশুনা অর্ধেকেরও বেশি বাকি থাকায় সম্মান শ্রেণীর পরীক্ষার্থীরা হাইকোর্টে রিট করেও সুবিচার পায়নি, কারণ উপযুক্ত পয়েন্টটি তাদের রিটে উল্লেখ এবং আইনজীবীরও সম্ভবত জানা ছিল না।

বিষয়টি কোর্ট পর্যন্ত গড়ানোতে অবশ্য একটা বড় কাজ হয়েছিল। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার উপাচার্য অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম বছর তিনেকের জন্য একটা একাডেমিক ক্যালেন্ডার তৈরি করেন। তিনি পরীক্ষার নকল ঠেকানো বা কমানের জন্য ৬৪টি নকল-প্রবণ কেন্দ্র বাতিল এবং ডিগ্রি পরীক্ষার্থীদের নিজ কলেজের পরিবর্তে অন্য কলেজ তথা অন্য কেন্দ্রে পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন।

বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক দুর্গাদাস ভট্টাচার্য ৬৪টি বাতিল কেন্দ্রের মধ্যে ৬২টি পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত দেন। এই যুক্তি দেখিয়ে যে, আগের সিদ্ধান্ত ছিল রাজনৈতিক। তিনি পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্র পরিবর্তনের পরিবর্তে পুনরায় পরিদর্শক পরিবর্তন চালু করেন। এভাবে তিনি নিজে শিক্ষক হয়েও কলেজগুলোর সব শিক্ষককে মতান্তরে 'চোর' বা নকল সরবরাহকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অর্থাৎ তিনি এবার শিক্ষকদেরও 'প্রায়শ্চিত্ত' করাচ্ছেন। পরীক্ষার্থীরা তো আগামী নির্বাচনের নতুন ভোটার হিসাবে পুরোপুরি 'সাধু'!

এম এ এস মোল্লা
সদস্য, বাংলাদেশ বিজ্ঞান উন্নয়ন সমিতি,
ঢাকা

শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা

গত ২৫ নভেম্বর যুগান্তরে নূর কামরুন নাহারের "শুধু উচ্চবিত্তের জন্য শিক্ষা" শিরোনামের লেখার বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত পোষণ করি। তিনি লিখেছেন প্রায় কোনও স্কুলেই কোনও বিষয়ই ভাল করে শিক্ষা দেয়া হয় না। স্কুলের শিক্ষকরা কোচিং সেন্টার স্থাপন করছেন এবং ছাত্র পড়াচ্ছেন। ভাল স্কুলে শিক্ষকতা করার ব্যাপারটি ভাল সাইনবোর্ড হিসাবে কাজ করছে। এই প্রসঙ্গে আমি আরও উল্লেখ করতে চাই, বর্তমানে কিছু কিছু অখ্যাত বেসরকারি কলেজেও অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু হয়েছে। কিন্তু সেসব কলেজে যথেষ্ট সংখ্যক ক্লাসরুম, উপযুক্ত শিক্ষক এবং প্রয়োজনীয় বই নেই, নেই টিউটোরিয়াল পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম। এমন কলেজও রয়েছে যেখানে কঠিন বিষয়ে প্রাইভেট পড়ার মতো নির্ভরযোগ্য শিক্ষকও নেই। আসলে শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে কারও তেমন মাথাব্যথা খুব একটা দেখা যায় না। উচ্চবিত্ত শ্রেণীর ও নেতানেত্রীদের সন্তানরা বিদেশে পড়ালেখা করে। তাই তারা দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির কথা ভাবেন না।

সৈয়দ মনির আহম্মদ
পশ্চিম আঁধার মানিক, রাউজান
চট্টগ্রাম

ডিগ্রি পরীক্ষার সময়সূচি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ডিগ্রি সাবসিডিয়ারি পরীক্ষার জন্য দেয়া সময়সূচিতে ইংরজি বিষয়ের পরীক্ষার তারিখ যথাক্রমে ১৮, ১৯ ও ২০ ডিসেম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি পত্রে ১০০ নম্বরের পরীক্ষা, মোট ৩০০ নম্বর। প্রথমপত্রে গ্রামার অ্যান্ড ট্রান্সলেশন, দ্বিতীয়পত্রে রাইটিং স্কিল এবং তৃতীয়পত্রে ইংলিশ লিটারেচারের প্রতিটি বিষয় খুবই কঠিন। এমনিতেই পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে বাংলাদেশে যত ছাত্রছাত্রী ফেল করে তার সিংহভাগই ফেল করে ইংরেজি বিষয়ে। তা সত্ত্বেও যারা অনার্স পড়ার পাশাপাশি ইংরেজি ইলেকটিভ বিষয়কে সাবসিডিয়ারি বিষয় হিসাবে নিয়েছি তাদের পক্ষে পরীক্ষার এ সময়সূচি খুবই সমস্যার। শত প্রস্তুতি সত্ত্বেও কেবল রিভিশনের জন্য প্রতিটি পরীক্ষার মাঝখানে অন্তত ৬/৭ দিন বন্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়।

এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

গণেশচন্দ্র সেন
বাংলা বিভাগ
সরকারি তিতুমীর কলেজ
ঢাকা

তিন ধরনের কেন?

আমাদের দেশে সরকারি মাদ্রাসা শিক্ষা, খারেজি মাদ্রাসা শিক্ষা ও স্কুল-কলেজ শিক্ষা– এ তিন ধরনের শিক্ষা চলছে। তাই মাদ্রাসা ও ইংরেজি শিক্ষিতদের মধ্যে ব্যবধান দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন মত ও পথের লোক দেখা যায়। এ দূরত্ব কমাতে হলে সবাইকে একই শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত হতে হবে। অর্থাৎ দশম শ্রেণী পর্যন্ত সবার জন্য আরবি, বাংলা ও ইংরেজি অপরিহার্য হতে হবে। একাদশ শ্রেণী হতে সাধারণ, কলা, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, কোরআন, তাফসির, হাদিস, ফিকহ ইত্যাদি যার যে বিষয়ে ইচ্ছা সেটাই পড়বে। পাশাপাশি সবার জন্য সামরিক শিক্ষা প্রয়োজন। ভাল শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা দেশপ্রেম, নৈতিক শিষ্টাচার, ধর্ম সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা দিতে হবে। তবেই সুন্দর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও সোনার বাংলার স্বপ্ন সফল হবে।

মোহাম্মদ হাবীবুর রশীদ ইসমাইল,
চৈতন্যের হাট
চট্টগ্রাম

অর্থনীতির প্রথম পাঠ

উচ্চ মাধ্যমিক অর্থনীতি প্রথমপত্র বইটি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া সত্ত্বেও এমন কতগুলো বিষয় এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে যা অর্থনীতি পাঠের জন্য খুব বেশি প্রয়োজন। যেমন অর্থনীতির সংজ্ঞা, বিষয়বস্তু, অর্থনীতির জনকের সংজ্ঞা, উপযোগ ইত্যাদি। এসব অর্থনীতির প্রাথমিক এবং অপরিহার্য বিষয়। যেসব ছাত্রছাত্রী এসএসসি পর্যায়ে অর্থনীতি পড়েছে তাদের হয়তো অর্থনীতির প্রাথমিক বিষয় সম্পর্কে কিছুটা ধারণা আছে। কিন্তু তা অস্পষ্ট আর যারা নতুন অর্থাৎ কলেজ পর্যায়ে যেসব ছাত্রছাত্রী অর্থনীতি নিয়েছে তাদের কি অর্থনীতির প্রাথমিক বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে না? তাছাড়া বইটিতে অন্য যেসব অধ্যায় রয়েছে তার আলোচনাও সীমিত। এ বইটি পড়লে ছাত্রছাত্রীদের সারাটা বছর গাইড বই কিংবা শিক্ষকের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হবে। নিজেদের কিছুই করার থাকবে না।

বিউটি, লাভলী, নাহীদ
ইমরান আহমদ মহিলা কলেজ
জৈন্তাপুর
সিলেট

শিক্ষার্থীদের অভিশাপ

বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের অভিশাপ হয়ে আবির্ভূত হয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান ক্রমাবনতির দিকে ধাবিত। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনুন্নত পরিবেশে এর শিক্ষার্থীরা অধ্যয়ন করে থাকেন। শিক্ষার ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা থেকে এরা বঞ্চিত। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনার্স কোর্স চার বছর মেয়াদি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স কোর্সের মেয়াদ এখনও তিন বছর। একই দেশে দু'ধরনের অনার্স কোর্স বড়ই হাস্যকর ব্যাপার।

নকলের রাহুগ্রাসে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এখন বিপর্যস্ত। গত ২৬ নভেম্বর তারেক শামসুর রেহমান যুগান্তরে নকল বিষয়ক এক প্রবন্ধে লিখেছেন-

'কোন কোন স্কুলের শিক্ষক ও পরিদর্শকরাও নকল সরবরাহ করে থাকেন।' আসলে কথাটাকে এভাবে বলা যায়– নকলপ্রবণ স্কুল-কলেজগুলোতে শিক্ষক-পরিদর্শকগণই নকল সরবরাহ ও নকলের পরিবেশ সৃষ্টিতে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকেন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর শিক্ষার পথ সঙ্কুচিত হয়েছে। একবার যারা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে তাদের আর বাঁচার উপায় নেই। দেশের অন্যান্য খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের ভর্তির সুযোগ খুব কম ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে।

পাস কোর্সের যারা স্নাতক তাদের জন্য সব দরজাই বন্ধ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বেশ কিছু নতুন বিষয় খোলা হয়েছে। এর মধ্যে কিছু বিষয়ে ১ বছর মেয়াদি আবার কিছু বিষয়ে দু'বছর মেয়াদি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভের সুযোগ রয়েছে। এক বছর মেয়াদের স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ভর্তির জন্য সম্মানসহ স্নাতক ডিগ্রিধারীদের কাছে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। সেই সূত্র ধরে আমরা আশাবাদী ছিলাম দু'বছর মেয়াদি কোর্সগুলোতে পাস কোর্সের স্নাতকদের ভর্তির সুযোগ দেয়া হবে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, এটাও কেবল অনার্সধারীদের জন্যই সংরক্ষিত। নামী-দামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হতে পাস কোর্সের ছাত্রছাত্রীরা নির্বাসিত। তারা কোথায় দাঁড়াবে? তাদের জন্য যদি মেয়াদটা তিন বছরেরও করা হতো তাতেও তারা জীবনের শেষ ডিগ্রিটা ভালমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে নিতে পারত।

কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখবেন কি?

বেলাল হোসেন
কার মাইকেল কলেজ
রংপুর